[২০২০] ১৩ এস. সি. আর. ১১৯১
ডিরেক্টর জেনারেল অফ পুলিশ
রেলওয়ে সুরক্ষা বাহিনী এবং অন্যান্যরা
বনাম
রাজেন্দ্র কুমার দুবে
(২০২০ সালের দেওয়ানী আপিল নং ৩৮২০)
২৫শে নভেম্বর, ২০২০
[ড. ধনঞ্জয় ওয়াই. চন্দ্রচূড়,ইন্দু মালহোত্রা এবং কে. এম. জোসেফ,বিচারপতিগন]

পরিষেবা আইনঃ

বাধ্যতামূলক অবসর – শাস্তি – বিভাগীয় কর্তৃপক্ষ কর্তৃক আরোপিত – রিট পিটিশন – হাইকোর্ট বাধ্যতামূলক অবসরের শাস্তি ৬ মাসের জন্য পদাবনতিতে হ্রাস করে – ৫০% ব্যাকওয়েজে পুনর্বহালের নির্দেশ – সুপ্রিম কোর্টে আপিল – স্থির করে: বাধ্যতামূলক অবসরের আদেশ বাতিল করায় হাইকোর্ট ন্যায়সঙ্গত ছিল না।

ভারতীয় সংবিধান:

ধারা ২২৬ এবং ২২৭ – অধীনে সুযোগ – বিভাগীয় কার্যক্রমে হস্তক্ষেপ করা – স্থির করে: ধারা ২২৬ এবং ২২৭ এর অধীনে ক্ষমতা প্রয়োগ করে হাইকোর্টের প্রমাণের মূল্যায়নে যাওয়া উচিত নয় – ধারা ২২৬ এর অধীনে এখতিয়ার প্রয়োগ করার সময়, হাইকোর্ট আপিল আদালত নয় – হাইকোর্টের হস্তক্ষেপ সেইসব ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ যেখানে কার্যক্রম প্রাকৃতিক ন্যায়বিচারের নীতিগুলির সাথে সঙ্গতিপূর্ণ নয়, অথবা যেখানে প্রমাণবিহীন বা বিধিবদ্ধ নিয়ম লঙ্ঘনের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে অথবা যেখানে কর্তৃপক্ষ কোনো বহিরাগত বিবেচনা দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিল অথবা যেখানে সিদ্ধান্ত আপাতদৃষ্টিতে স্বেচ্ছাচারী এবং খামখেয়ালী ছিল।

আপিল মঞ্জুর করে, আদালত

স্থির করে: ১.১. সংবিধানের ২২৬ অনুচ্ছেদের অধীনে হাইকোর্ট সরকারী কর্মচারীর বিরুদ্ধে বিভাগীয় তদন্তকারী কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আপিল আদালত নয়। প্রমাণ পর্যালোচনা করা এবং প্রমাণের উপর একটি স্বাধীন সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া তার রিট এখতিয়ারের অধীনে হাইকোর্টের কাজ নয়। তবে, হাইকোর্ট হস্তক্ষেপ করতে পারে যেখানে অভিযুক্ত কর্মকর্তার বিরুদ্ধে কার্যক্রম অনুষ্ঠিতকারী বিভাগীয় কর্তৃপক্ষ প্রাকৃতিক ন্যায়বিচারের নীতিগুলির সাথে সঙ্গতিপূর্ণ নয়, যেখানে সিদ্ধান্তগুলি প্রমাণবিহীন, যা যুক্তিসঙ্গতভাবে এই সিদ্ধান্তে সমর্থন করতে পারে যে

অভিযুক্ত কর্মকর্তা অভিযোগের জন্য দোষী, অথবা তদন্তের পদ্ধতি নির্ধারণকারী বিধিবদ্ধ নিয়ম লঙ্ঘনের ক্ষেত্রে, অথবা কর্তৃপক্ষ কিছু বহিরাগত বিবেচনা দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিল এবং একটি ন্যায্য সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে ব্যর্থ হয়েছিল, অথবা অপ্রাসঙ্গিক বিবেচনা দ্বারা প্রভাবিত হতে দিয়েছিল, অথবা যেখানে সিদ্ধান্তটি আপাতদৃষ্টিতে এতটাই সম্পূর্ণভাবে স্বেচ্ছাচারী এবং খামখেয়ালী যে কোনও যুক্তিসঙ্গত ব্যক্তি কখনও সেই সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে পারত না। তবে, যদি তদন্ত সঠিকভাবে অনুষ্ঠিত হয়, বিভাগীয় কর্তৃপক্ষই তথ্যের একমাত্র বিচারক এবং যদি কিছু আইনি প্রমাণ থাকে যার ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত নেওয়া যেতে পারে, তবে সেই প্রমাণের পর্যাপ্ততা বা নির্ভরযোগ্যতা এমন বিষয় নয় যা রিট পিটিশনে হাইকোর্টের সামনে উত্থাপন করার অনুমতি দেওয়া যেতে পারে। ভারতের সংবিধানের ২২৬ এবং ২২৭ অনুচ্ছেদের অধীনে ক্ষমতা প্রয়োগ করে হাইকোর্ট প্রমাণের পুনঃমূল্যায়নে যাবে না। [অনুচ্ছেদ ১২.১] [১১৯৯ জি-এইচ; ১২০০-এ-সি; ১২০২-ডি]

অন্ধ্রপ্রদেশ রাজ্য বনাম এস. শ্রী রাম রাও এআইআর ১৯৬৩ এসসি ১৭২৩ : [১৯৬৪] ৩ এসসিআর ২৫; অন্ধ্রপ্রদেশ রাজ্য বনাম চিত্রা ভেঙ্কট রাও (১৯৭৫) ২ এসসিসি ৫৫৭ : [১৯৭৬] ১ এসসিআর ৫২১; ভারতীয় ইউনিয়ন বনাম জি. গণায়ুথাম (১৯৯৭) ৭ এসসিসি ৪৬৩ : [১৯৯৭] ৩ সম্পূরক. এসসিআর ৫৪৯; মহাপরিচালক আরপিএফ বনাম চি. সাই বাবু (২০০৩) ৪ এসসিসি ৩৩১ : [২০০৩] ১ এসসিআর ৭২৯; চেন্নাই মেট্রোপলিটন ওয়াটার সম্পূরকাই অ্যান্ড স্যুয়ারেজ বোর্ড বনাম টি.টি. মুরলি (২০১৪) ৪ এসসিসি ১০৮ : [২০১৪] ১ এসসিআর ৯৮৭; ভারতীয় ইউনিয়ন বনাম মানব কুমার গুহ (২০১১) ১১ এসসিসি ৫৩৫ : [২০১১] ৩ এসসিআর ২৭২; রাজস্থান রাজ্য ও অন্যান্যরা বনাম হিম সিং ২০২০ এআইআর ৫৪৫৫; ভারতীয় ইউনিয়ন বনাম পি. গুণাসেকারন (২০১৫) ২ এসসিসি ৬১০ : [২০১৪] ১৩ এসসিআর ১৩১২; বি.সি. চতুর্বেদী বনাম ভারতীয় ইউনিয়ন (১৯৯৫) ৬ এসসিসি ৭৪৯ : [১৯৯৫] ৪ সম্পূরক. এসসিআর ৬৪৪; ভারতীয় ইউনিয়ন বনাম জি. গণায়ুথাম (১৯৯৭) ৭ এসসিসি ৪৬৩ : [১৯৯৭] ৩ সম্পূরক. এসসিআর ৫৪৯; ওম কুমার বনাম ভারতীয় ইউনিয়ন (২০০১) ২ এসসিসি ৩৮৬ : [২০০০] ৪ সম্পূরক. এসসিআর ৬৯৩; কোয়েম্বাটোর জেলা কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাংক বনাম কর্মচারী সমিতি (২০০৭) ৪ এসসিসি ৬৬৯ : [২০০৭] ৫ এসসিআর ৪৩০; কোল ইন্ডিয়া লিমিটেড বনাম মুকুল কুমার চৌধুরী (২০০৯) ১৫ এসসিসি ৬২০ : [২০০৯] ১৩ এসসিআর ৪৮৭; চেন্নাই মেট্রোপলিটন ওয়াটার সম্পূরকাই অ্যান্ড স্যুয়ারেজ বোর্ড বনাম টি.টি. মুরলি বাবু (২০১৪) ৪ এসসিসি ১০৮ : [২০১৪] ১ এসসিআর ৯৮৭ – নির্ভর করা হয়েছে।

১.২ বর্তমান মামলায়, বাধ্যতামূলক অবসরের আদেশ প্রদানের ক্ষেত্রে বিভাগীয় কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে কোনো অসৎ উদ্দেশ্য বা বিভাগীয় কর্তৃপক্ষের যোগ্যতার অভাবের অভিযোগ নেই, অথবা প্রাকৃতিক ন্যায়বিচারের নীতি লঙ্ঘনের অভিযোগ নেই, অথবা এই অভিযোগ নেই যে সিদ্ধান্তগুলি প্রমাণবিহীন ছিল। [অনুচ্ছেদ ১২.২] [১২০৩ ডি-ই]

১.৩ বিবাদীর বিরুদ্ধে আনীত বিভিন্ন অভিযোগ রেলওয়ে সম্পত্তির চুরির ক্ষেত্রে কর্তব্য পালনে চরম অবহেলার কারণে উদ্ভূত হয়েছে। অভিযোগ ১(খ) এবং (গ) এর অধীনে কর্তব্য পালনে চরম অবহেলার সিদ্ধান্তগুলি একই সাথে বহাল রাখা হয়েছে। তদন্তকারী কর্মকর্তা এবং বিভাগীয় কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্তগুলি রেকর্ডভুক্ত তথ্যের উপর ভিত্তি করে তৈরি। হাইকোর্ট প্রথম আপিল আদালতের মতো করে সমগ্র প্রমাণের চুলচেরা বিশ্লেষণ করে এবং ন্যায্য কারণ ব্যতিরেকে শাস্তির আদেশ পরিবর্তন করে লঘু শাস্তি প্রদানের ক্ষেত্রে ন্যায়সঙ্গত ছিল না। [অনুচ্ছেদ ১২.৫] [১২০৫-ডি-ই]

২. রেলওয়ে সুরক্ষা বাহিনী আইন, ১৯৫৭-এর ১১ ধারায় বিধান রয়েছে যে প্রতিটি ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা এবং বাহিনীর সদস্যের কর্তব্য হবে রেলওয়ে সম্পত্তি এবং যাত্রীদের রক্ষা ও নিরাপত্তা প্রদান করা। রেলওয়ে সুরক্ষা বাহিনীর একজন পুলিশ কর্মকর্তার তার সরকারি কার্যাবলী পালনে উচ্চমানের সততা বজায় রাখা প্রয়োজন। বর্তমান মামলায়, বিবাদীর বিরুদ্ধে প্রমাণিত অভিযোগগুলি ছিল "কর্তব্য পালনে অবহেলা", যার ফলে রেলওয়ের আর্থিক ক্ষতি হয়েছিল। বিবাদী রেলওয়ে পুলিশের একজন উপ-পরিদর্শক ছিলেন যিনি আস্থা ও বিশ্বাসের একটি পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন যার জন্য পরম সততা প্রয়োজন ছিল। অতএব, হাইকোর্ট বাধ্যতামূলক অবসরের আদেশ বাতিল করে, আনুষঙ্গিক সুবিধা সহ পুনর্বহালের নির্দেশ এবং ৫০% পর্যন্ত ব্যাকওয়েজ প্রদানের ক্ষেত্রে ন্যায়সঙ্গত ছিল না। [অনুচ্ছেদ ১২.৬] [১২০৫-এফ-এইচ; ১২০৬-এ]

মামলা প্রসঙ্গ

[১৯৬৪] ৩ এসসিআর ২৫	নির্ভর করা হয়েছে	অনুচ্ছেদ ১২.১
[১৯৭৬] ১ এসসিআর ৫২১	নির্ভর করা হয়েছে	অনুচ্ছেদ ১২.১
[১৯৯৭] ৩ সম্পূরক এসসিআর ৫৪৯	নির্ভর করা হয়েছে	অনুচ্ছেদ ১২.১
[২০০৩] ১ এসসিআর ৭২৯	নির্ভর করা হয়েছে	অনুচ্ছেদ ১২.১

[২০১৪] ১ এসসিআর ৯৮৭	নির্ভর করা হয়েছে	অনুচ্ছেদ ১২.১
[২০১১] ৩ এসসিআর ২৭২	নির্ভর করা হয়েছে	অনুচ্ছেদ ১২.১
২০২০ এআইআর ৫৪৫৫	নির্ভর করা হয়েছে	অনুচ্ছেদ ১২.১
[২০১৪] ১৩ এসসিআর ১৩১২	নির্ভর করা হয়েছে	অনুচ্ছেদ ১২.১
[১৯৯৫] ৪ সম্পূরক এসসিআর ৬৪৪	নির্ভর করা হয়েছে	অনুচ্ছেদ ১২.১
[১৯৯৭] ৩ সম্পূরক এসসিআর ৫৪৯	নির্ভর করা হয়েছে	অনুচ্ছেদ ১২.১
[২০০০] ৪ সম্পুরক এসসিআর ৬৯৩	নির্ভর করা হয়েছে	অনুচ্ছেদ ১২.১
[২০০৭] ৫ এসসিআর ৪৩০	নির্ভর করা হয়েছে	অনুচ্ছেদ ১২.১
[২০০৯] ১৩ এসসিআর ৪৮৭	নির্ভর করা হয়েছে	অনুচ্ছেদ ১২.১

দেওয়ানী আপিল এখতিয়ার:২০২০ সালের দেওয়ানী আপিল নং ৩৮২০।

বোম্বে হাইকোর্টের নাগপুর বেঞ্চ, নাগপুরের ২০১৭.০৭.০৩ তারিখের রায় ও আদেশের বিরুদ্ধে, যা ডব্লিউ.পি. নং ৯৪১/২০০৯-এর অধীনে দেওয়া হয়েছে।

এ.কে. শ্রীবাস্তব, প্রবীণ আইনজীবী, শ্রীমতী. রশ্মি মালহোত্রা, অন্তরিক্ষ সিং, রাজ বাহাদুর যাদব, শ্রীমতী. অনিল কাটিয়ার, বিকাশ উপাধ্যায়, আইনজীবীগণ হাজির পক্ষদের জন্য।

আদালতের রায় প্রদান করেন

বিচারপতি ইন্দু মালহোত্রা।

অনুমতি মঞ্জুর করা হয়েছে।

১. আমাদের বিবেচনার জন্য যে বিষয়টি উত্থাপিত হয়েছে তা হলো রিট এখতিয়ার প্রয়োগ করে হাইকোর্ট কর্তৃক প্রদত্ত রায়ের বৈধতা, যা সংবিধিবদ্ধ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক বিবাদীর বিরুদ্ধে বাধ্যতামূলক অবসরের আদেশ বাতিল করে এবং এটিকে সমস্ত আনুষঙ্গিক সুবিধা এবং ৫০% ব্যাকওয়েজ সহ পুনর্বহালের আদেশ দ্বারা প্রতিস্থাপন করে।

২. ১৯৮৪ সালে বিবাদী ঝাঁসিতে রেলওয়ে সুরক্ষা বাহিনী (আর.পি.এফ)-এ কনস্টেবল পদে নিযুক্ত হন। ২৮.০২.২০০৬ তারিখে, তাকে মহারাষ্ট্রের পুলগাঁও রেলওয়ে স্টেশনে (আউটপোস্ট) এসআইপিএফ (অ্যাডহক) উপ-পরিদর্শক হিসাবে পোস্টিং দেওয়া হয়েছিল।

৩. ১১.১২.২০০৬ তারিখে, বিবাদীকে তাৎক্ষণিক প্রভাব সহ তদন্তাধীন অবস্থায় বরখাস্ত করা হয়েছিল। ০৪.০১.২০০৭ তারিখে, সিনিয়র ডিভিশনাল সিকিউরিটি কমিশনার আর.পি.এফ. কর্তৃক রেলওয়ে সুরক্ষা

ডিরেক্টর জেনারেল অফ পুলিশ রেলওয়ে সুরক্ষা বাহিনী এবং অন্যান্যরা বনাম রাজেন্দ্র কুমার দুবে
[ইন্দু মালহোত্রা,বিচারপতি]

১১৯৫

বাহিনী বিধি, ১৯৮৭-এর ১৫৩ নং বিধির অধীনে বড় ধরনের শাস্তির জন্য একটি চার্জশিট জারি করা হয়েছিল। আনীত অভিযোগগুলি ছিল:

"(১) কর্তব্যে চরম অবহেলা, এই কারণে যে আপনি যথাযথ তৎপরতা ও বিচক্ষণতার সাথে নিম্নলিখিতগুলি প্রতিরোধ ও সনাক্ত করতে ব্যর্থ হয়েছেন: -

(ক) বদনেরা রেলওয়ে স্টেশনের কাছে ৬৬৪/২০-২৪ কিমি নম্বরে অবস্থিত ট্র্যাকশন সাব-স্টেশন থেকে আনুমানিক ২৮,০০০/- টাকা মূল্যের ০২টি প্রাইমারি ইনজেকশন কিট চুরি, যা ০৪.০৪.২০০৬ তারিখে রিপোর্ট করা হয়েছিল।

(খ) মাখেদ-তিমতলা রেলওয়ে স্টেশনের মাঝে ৬৭৮/১৩-১৫ কিমি নম্বরে রাখা ১৯টি সিএসটি-৯ প্লেট চুরি, যা ২১.১১.২০০৬ তারিখে রিপোর্ট করা হয়েছিল এবং উক্ত মামলার সাথে সম্পর্কিত এফআইআর ও কেস ডায়েরি সিনিয়র ডিএসসি/আরপিএফ/নাগপুর অফিসে জমা দিতে ব্যর্থতা।

(গ) তিমতলা-মালখেদ রেলওয়ে স্টেশনের মাঝে ৬৭২/৩২ কিমি নম্বরে রাখা লট নং ১৪-০৪-০৬-০২-২২৮১-এর একটি কোচ ট্রলি চুরি, যা ০৫.১২.২০০৬ তারিখে প্রতিবেদন করা হয়েছিল।

(২) "ক্ষমতার অপব্যবহার", এই কারণে যে আপনি ৩১.১০.২০০৬ তারিখে পুলগাঁও রেলওয়ে স্টেশনের বিশ্রাম কক্ষে শেখ ইব্রাহিম নামের এক যাত্রীর প্রতি অপ্রয়োজনীয় সহিংসতা ব্যবহার করেছিলেন।"

৪. তদন্তকারী কর্মকর্তা (ই.ও) ২২.০৬.২০০৭ তারিখের তার প্রতিবেদনে অভিযোগ ১(ক) থেকে উত্তরদাতা-কে অব্যাহতি দেন কারণ তা প্রমাণিত হয়নি, অভিযোগ ১(খ), (গ) এবং ২ প্রমাণিত বলে গণ্য হয়।

৫. ১২.০৭.২০০৭ তারিখে, বিভাগীয় কর্তৃপক্ষ অর্থাৎ সিনিয়র ডিভিশনাল সিকিউরিটি কমিশনার, আর.পি.এফ. নাগপুর, ই.ও.-এর সিদ্ধান্তগুলি গ্রহণ করেন। কর্তব্যে চরম অবহেলা এবং ক্ষমতার অপব্যবহারের অভিযোগের গুরুত্ব বিবেচনা করে, বিভাগীয় কর্তৃপক্ষ তাৎক্ষণিক প্রভাব সহ চাকরি থেকে বরখাস্তের শাস্তি আরোপ করেন।

৬. উত্তরদাতা ডিআইজি-কাম-অতিরিক্ত প্রধান নিরাপত্তা কমিশনার, আর.পি.এফ মুম্বাইয়ের কাছে আপিল করেন।

আপিল কর্তৃপক্ষ আংশিকভাবে আপিল মঞ্জুর করেন, অভিযোগ ১(খ) এবং ১(গ) সম্পর্কিত সিদ্ধান্তগুলি বহাল রাখেন। অভিযোগ ১(খ) ১৯টি সিএসটি-৯ প্লেট চুরির সাথে সম্পর্কিত; যাচাই করার পর দেখা যায় যে ঘাটতি ছিল ৬ জোড়া সিএসটি-৯ প্লেটের। অভিযোগ ১(গ) ছিল ১টি কোচ ট্রলি চুরি সংক্রান্ত একটি বিশেষ প্রতিবেদন মামলা যার মূল্য ২৮,০০০ টাকা এবং তা প্রমাণিত হয়েছে বলে গণ্য হয়। তবে, আপিল কর্তৃপক্ষ রায় দেন যে এই অভিযোগগুলির জন্য চাকরি থেকে বরখাস্তের চরম শাস্তি ন্যায্য নয় কারণ উত্তরদাতা-এর বিরুদ্ধে কোনো যোগসাজশ বা দুর্নীতিমূলক কার্যকলাপের অভিযোগ ছিল না।

অভিযোগ নং ২-এর ক্ষেত্রে, রায় দেওয়া হয়েছিল যে উক্ত অভিযোগ প্রমাণিত হয়নি, যেহেতু এই অভিযোগের সমর্থনে কোনো সাক্ষী পরীক্ষা করা হয়নি। ই.ও. পুলগাঁও রেলওয়ে স্টেশনের অভিযোগ বইয়ে যাত্রী-শেখ ইব্রাহিম কর্তৃক দায়ের করা অভিযোগের উপর নির্ভর করেছিলেন, যা প্রাথমিক তদন্ত না করে বা অভিযোগকারীকে পরীক্ষা না করেই ই.ও. কর্তৃক প্রমাণিত বলে গণ্য হয়েছিল। এই অভিযোগের সমর্থনে অন্য প্রমাণ ছিল পরিদর্শক, আর.পি.এফ. ওয়ার্ধা কর্তৃক পুলগাঁও রেলওয়ে স্টেশনে ঘটনার বিষয়ে দায়ের করা অভিযোগের একটি প্রতিবেদন। প্রাপ্ত গোপন তথ্য অনুসারে, জানানো হয়েছিল যে উত্তরদাতা পুলগাঁও রেলওয়ে স্টেশনে লোকজনকে মারধর করছে এবং টাকা সংগ্রহ করছে, যার ফলে জনগণের মধ্যে অসন্তোষ সৃষ্টি হয়েছিল এবং উত্তরদাতা-কে পুলগাঁও রেলওয়ে স্টেশন থেকে বদলির জন্য একটি ধর্না ও আন্দোলন হয়েছিল। আপিল কর্তৃপক্ষ রায় দেন যে উক্ত প্রতিবেদনের অভিযোগের সমর্থনে কোনো প্রমাণ মূল্য নেই। ফলস্বরূপ, অভিযোগ ২ প্রমাণিত হয়নি বলে গণ্য হয়।

আপিল কর্তৃপক্ষ ০৫.০৯.২০০৭ তারিখের আদেশে চাকরি থেকে বরখাস্তের শাস্তি কমিয়ে ৬ মাসের জন্য পদাবনতিতে পরিণত করেন, যার ভবিষ্যতের উপর কোনো প্রভাব থাকবে না।

৭. সিনিয়র ডিভিশনাল সিকিউরিটি কমিশনার/এনজিপি কর্তৃক ১০.০৯.২০০৭ তারিখে প্রধান নিরাপত্তা কমিশনারের কাছে লেখা চিঠিতে বিধি ২১৯.৪-এর অধীনে ডিএআর কার্যক্রমের পুনর্বিবেচনা চাওয়া হয়েছিল, কারণ আপিল কর্তৃপক্ষের আদেশে কিছু ত্রুটি চিহ্নিত করা হয়েছিল। এতে বলা হয়েছিল যে উত্তরদাতার চাকরি বহাল থাকলে আর.পি.এফ.-এর ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন হবে। আরও জানা গিয়েছিল যে বরখাস্ত থাকাকালীন অভিযুক্ত কর্মীকে সিবিআই, নাগপুর একটি দুর্নীতি দমন মামলায় গ্রেপ্তার করেছিল।

৮. প্রধান নিরাপত্তা কমিশনার/সিআর ২৩.১০.২০০৭ তারিখে উত্তরদাতা-কে রেলওয়ে সুরক্ষা বাহিনী বিধি, ১৯৮৭-এর ২১৯.৪ বিধির অধীনে কারণ দর্শানোর বিজ্ঞপ্তি জারি করেন, যাতে চাকরি থেকে বাধ্যতামূলক অবসরের শাস্তি আরোপের প্রস্তাব করা হয়।

তার জবাব বিবেচনা করার পর, কর্তৃপক্ষ ০৫.১২.২০০৭ তারিখের আদেশে রায় দেন যে কর্মচারীর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগগুলি অত্যন্ত গুরুতর প্রকৃতির এবং সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয়েছে, যা বাহিনীর সুনাম ক্ষুণ্ন করেছে। অভিযোগের গুরুত্ব, কর্তব্যে চরম অবহেলা এবং ক্ষমতার অপব্যবহারের কারণে, একটি বড় ধরনের শাস্তি আরোপের নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। আরও উল্লেখ করা হয়েছিল যে অভিযুক্ত কর্মীকে অবৈধ পারিতোষিক দাবির জন্য দুর্নীতি প্রতিরোধ আইন, ১৯৮৮-এর ৭ এবং ১৩(১)(ঘ) ধারার অধীনে সিবিআই, নাগপুর একটি ফাঁদ মামলায় গ্রেপ্তার করেছিল।

এই ঘটনা ঘটেছিল যখন উত্তরদাতাকে বরখাস্ত করা হয়েছিল। সেই অনুযায়ী, তাৎক্ষণিক প্রভাব সহ চাকরি থেকে বাধ্যতামূলক অবসরের শাস্তি আরোপ করা হয়েছিল।

এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া গিয়েছিল যে তদন্তকারী কর্মকর্তা প্রচলিত ডিএআর বিধি অনুসারে বিভাগীয় তদন্ত পরিচালনা করেছেন, অভিযুক্ত কর্মীকে আত্মপক্ষ সমর্থনের জন্য যুক্তিসঙ্গত সুযোগ দেওয়ার পরে। তদন্ত কার্যক্রমে কোনো ত্রুটি বা অনিয়ম ছিল না।

৯. উত্তরদাতা মহাপরিচালক, আর.পি.এফ রেলওয়ে বোর্ডের কাছে আপিল করেন।

মহাপরিচালক, আর.পি.এফ রেলওয়ে বোর্ড ১৯/২১.০৫.২০০৮ তারিখের আদেশে আপিল খারিজ করেন, কারণ রেকর্ডে এমন কোনো নতুন উপাদান আনা হয়নি যা হস্তক্ষেপের যোগ্য। তদন্ত বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতি অনুসারে পরিচালিত হয়েছে বলে মনে করা হয়েছিল, যেখানে কর্মীকে আত্মপক্ষ সমর্থনের জন্য পর্যাপ্ত এবং যুক্তিসঙ্গত সুযোগ দেওয়া হয়েছিল। মহাপরিচালক আর.পি.এফ বিধির সাথে সঙ্গতি রেখে শাস্তি বৃদ্ধির জন্য আপিল কর্তৃপক্ষের মতামত নিশ্চিত করেন। শাস্তি উত্তরদাতা কর্তৃক সংঘটিত অসদাচরণের গুরুত্বের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ বলে বিবেচিত হয়েছিল।

১০. উত্তরদাতা চাকরি থেকে বাধ্যতামূলক অবসরের ১২.০৭.২০০৭ এবং ০৫.১২.২০০৭ তারিখের আদেশ বাতিল ও রদ করার জন্য বোম্বে হাইকোর্টের নাগপুর বেঞ্চে রিট পিটিশন নং ৯৪১/২০০৯ দায়ের করেন।

হাইকোর্ট ০৩.০৭.২০১৭ তারিখের বিতর্কিত রায় ও আদেশে আংশিকভাবে রিট পিটিশন মঞ্জুর করেন। হাইকোর্ট পর্যবেক্ষণ করেন যে অভিযোগ ১ (খ) মালখেদ এবং তিমতলা রেলওয়ে স্টেশনের মাঝে ১৯টি সিএসটি-৯ প্লেট চুরির সাথে সম্পর্কিত। ২১.১১.২০০৬ তারিখে রিট আবেদনকারীকে চুরি সম্পর্কে জানানো হয়েছিল, যিনি পুলগাঁও আর.পি.এফ চৌকির দায়িত্বে ছিলেন। অভিযুক্ত কর্মচারী ২৫.১১.২০০৬ তারিখে ঘটনাস্থলে যান এবং একটি সাইট ম্যাপ সহ পঞ্চনামা তৈরি করেন, যাতে ২০,৫২০ টাকা মূল্যের ৯টি সিএসটি-৯ প্লেটের ঘাটতি দেখা যায়। নির্ধারিত ফরম্যাটে এফ.আই.আর প্রস্তুত করা হয়েছিল। রিট আবেদনকারীর বিরুদ্ধে অভিযোগ ছিল যে তিনি এফ.আই.আর.-এ স্বাক্ষর করেননি এবং ০৩.১২.২০০৬ থেকে ১৪.১২.২০০৬ পর্যন্ত অনুমোদন ছাড়াই ছুটিতে যান।

হাইকোর্ট উল্লেখ করেন যে রিট আবেদনকারীর বিরুদ্ধে অভিযোগ ছিল যে তিনি নাগপুরের সিনিয়র ডিভিশনাল সিকিউরিটি কমিশনারের অফিসে এফ.আই.আর. এবং কেস ডায়েরি জমা দেননি।

রিট আবেদনকারীর অনুপস্থিতিতে সিনিয়র ডিভিশনাল কমিশনার, নাগপুর/আর.পি.এফ.-এর মাধ্যমে এফ.আই.আর. এবং কেস ডায়েরি সংগ্রহ করা হয়েছিল।

এরপর নির্মল তোপ্পো কর্তৃক দ্বিতীয় পঞ্চনামা প্রস্তুত করা হয়, যিনি ২৬.১১.২০০৬ তারিখে ঘটনাস্থল পরিদর্শনকারী আর.পি.এফ. থানা, ওয়ার্ধার ইনচার্জ ছিলেন।

হাইকোর্ট রায় দেন যে ২১.১১.২০০৬ তারিখে সংঘটিত চুরি সনাক্ত করতে না পারার জন্য রিট আবেদনকারীকে দোষী সাব্যস্ত করা যায় না, কারণ চুরিটি ২৬.১১.২০০৬ তারিখে নির্মল তোপ্পো কর্তৃক সনাক্ত করা হয়েছিল। হাইকোর্টের মতে, রিট আবেদনকারী নাগপুরের প্রধান কার্যালয়ে চুরি প্রতিবেদনের জন্য কর্তব্যবদ্ধ ছিলেন না, কারণ তিনি আর.পি.এফ. থানা, ওয়ার্ধার অধীনে পুলগাঁও পুলিশ চৌকির ইনচার্জ ছিলেন।

হাইকোর্ট রায় দেন যে সিনিয়র ডিভিশনাল সিকিউরিটি কমিশনার কর্তৃক ০৫.০৯.২০০৭ তারিখের আদেশ, যেখানে পর্যবেক্ষণ করা হয়েছিল যে এই ধরনের চুরি সাধারণ ব্যাপার এবং কোনো আর্থিক ক্ষতি না হওয়ায় চাকরি থেকে বরখাস্তের চরম শাস্তি ন্যায্য হবে না, তা সঠিক দৃষ্টিভঙ্গি ছিল, বিশেষ করে যেহেতু কোনো যোগসাজশ বা দুর্নীতিমূলক কার্যকলাপের অভিযোগ ছিল না। হাইকোর্টের মতে, প্রধান নিরাপত্তা কমিশনার এবং রেলওয়ে সুরক্ষা বাহিনীর মহাপরিচালক কর্তৃক এটি বিবেচনা করা হয়নি।

হাইকোর্ট পর্যবেক্ষণ করেন যে একটি বড় অভিযোগপত্রে সি.বি.আই., নাগপুর কর্তৃক রিট আবেদনকারীর গ্রেপ্তার একটি অপ্রাসঙ্গিক বিবেচনা ছিল কারণ এটি একটি পৃথক মামলা ছিল এবং বর্তমান মামলায় এই বিষয়ে কোনো অভিযোগ গঠন করা হয়নি।

তিমতলা এবং মালখেদ রেলওয়ে স্টেশনের মাঝে ৬৭২/৩২ কিমি নম্বরে রাখা ২৮,০০০ টাকা মূল্যের ১টি কোচ ট্রলি চুরির বিষয়ে অভিযোগ নং ১(গ)-এর ক্ষেত্রে, হাইকোর্ট রায় দেন যে ট্রলি চুরি অন্য এক কর্মকর্তা কর্তৃক সনাক্ত করা হয়েছিল, সুতরাং উত্তরদাতা কর্তৃক মামলা প্রতিবেদনের বিলম্বের অভিযোগ তার গুরুত্ব হারায়। রায়ের ২৫ অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে যে সিনিয়র ডিভিশনাল সিকিউরিটি কমিশনার কর্তৃক নথিভুক্ত সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করা উচিত হয়নি।

অভিযোগ ২-এর ক্ষেত্রে, হাইকোর্ট রায় দেন যে মূল সাক্ষী ছিলেন যাত্রী শেখ ইব্রাহিম, যাকে পরীক্ষা করা হয়নি। শুধুমাত্র যাত্রী কর্তৃক দায়ের করা অভিযোগ এবং অটো-রিকশা চালকদের মিছিলের উপর নির্ভর করা হয়েছিল। সুতরাং, উক্ত অভিযোগ অপ্রমাণিত ছিল।

হাইকোর্ট সিনিয়র ডিভিশনাল সিকিউরিটি কমিশনার কর্তৃক ১২.০৭.২০০৭ তারিখে প্রদত্ত আদেশ, সেইসাথে প্রধান নিরাপত্তা কমিশনার কর্তৃক ১৮.০২.২০০৭ তারিখে বাধ্যতামূলক অবসরের আদেশ এবং মহাপরিচালক রেলওয়ে সুরক্ষা বাহিনী কর্তৃক ১৯/২১.০৫.২০০৮ তারিখে উক্ত আদেশ নিশ্চিতকরণের আদেশ বাতিল করে। হাইকোর্ট সিনিয়র ডিভিশনাল সিকিউরিটি কমিশনার, রেলওয়ে সুরক্ষা বাহিনী কর্তৃক ০৫.০৯.২০০৭ তারিখের প্রথম আপিল কর্তৃপক্ষের আদেশ পুনরুদ্ধার করে। নির্দেশ দেওয়া হয় যে রিট আবেদনকারীকে চাকরিতে পুনর্বহাল করা হবে এবং ভবিষ্যতের প্রভাব ব্যতিরেকে প্রেরিত পদে ৫০% পর্যন্ত ব্যাকওয়েজ সহ সমস্ত আনুষঙ্গিক সুবিধা পাওয়ার অধিকারী হবেন।

১১. বাধ্যতামূলক অবসরের আদেশ বাতিল করে এবং রেলওয়ে বিভাগকে আনুষঙ্গিক সুবিধা এবং ৫০% ব্যাকওয়েজ সহ উত্তরদাতাকে পুনর্বহাল করার নির্দেশ দিয়ে হাইকোর্টের রায়কে বিরোধিতা জানাতে বিভাগ বর্তমান দেওয়ানী আপিল দায়ের করেছে। এই আদালত ২০১৭.১১.১৭ তারিখের আদেশে বিজ্ঞপ্তি জারি করে এবং হাইকোর্ট কর্তৃক প্রদত্ত রায়ের কার্যকারিতা স্থগিত করার নির্দেশ দেয়।

১২. আলোচনা ও বিশ্লেষণ

আমরা পক্ষগণের বিজ্ঞ আইনজীবীদের বক্তব্য শুনেছি এবং নথি ও তাদের পক্ষে দাখিলকৃত লিখিত জমা পর্যালোচনা করেছি।

১২.১ আমরা প্রথমে বিভাগীয় কার্যক্রমে হস্তক্ষেপের ক্ষেত্রে হাইকোর্টের রিট এখতিয়ারের সুযোগ নিয়ে আলোচনা করব। এটি সুপ্রতিষ্ঠিত যে হাইকোর্টকে আপিল কর্তৃপক্ষের মতো কাজ করা উচিত নয় এবং তদন্তকারী কর্মকর্তার সামনে পেশ করা প্রমাণের পুনঃমূল্যায়ন করা উচিত নয়।

আমরা একজন সরকারি কর্মচারীর বিরুদ্ধে বিভাগীয় তদন্তে হাইকোর্টের সিদ্ধান্তের হস্তক্ষেপের বিষয়ে এই আদালতের কিছু সিদ্ধান্তের দিকে নজর দেব।

অন্ধ্রপ্রদেশ রাজ্য বনাম এস. শ্রী রাম রাও,[১]-এর মামলায়, এই আদালতের তিন বিচারকের একটি বেঞ্চ রায় দেয় যে সংবিধানের ২২৬ অনুচ্ছেদের অধীনে হাইকোর্ট সরকারী কর্মচারীর বিরুদ্ধে বিভাগীয় তদন্তকারী কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আপিল আদালত নয়। প্রমাণ পর্যালোচনা করা এবং প্রমাণের উপর একটি স্বাধীন সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া তার রিট এখতিয়ারের অধীনে হাইকোর্টের কাজ নয়। তবে, হাইকোর্ট হস্তক্ষেপ করতে পারে যেখানে

---

১)এ. আই. আর ১৯৬৩ এস. সি ১৭২৩।

অভিযুক্ত কর্মকর্তার বিরুদ্ধে কার্যক্রম অনুষ্ঠিতকারী বিভাগীয় কর্তৃপক্ষ প্রাকৃতিক ন্যায়বিচারের নীতিগুলির সাথে সঙ্গতিপূর্ণ নয়, যেখানে সিদ্ধান্তগুলি প্রমাণবিহীন, যা যুক্তিসঙ্গতভাবে এই সিদ্ধান্তে সমর্থন করতে পারে যে অভিযুক্ত কর্মকর্তা অভিযোগের জন্য দোষী, অথবা তদন্তের পদ্ধতি নির্ধারণকারী বিধিবদ্ধ নিয়ম লঙ্ঘনের ক্ষেত্রে, অথবা কর্তৃপক্ষ কিছু বহিরাগত বিবেচনা দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিল এবং একটি ন্যায্য সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে ব্যর্থ হয়েছিল, অথবা অপ্রাসঙ্গিক বিবেচনা দ্বারা প্রভাবিত হতে দিয়েছিল, অথবা যেখানে সিদ্ধান্তটি আপাতদৃষ্টিতে এতটাই সম্পূর্ণভাবে স্বেচ্ছাচারী এবং খামখেয়ালী যে কোনও যুক্তিসঙ্গত ব্যক্তি কখনও সেই সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে পারত না। তবে, যদি তদন্ত সঠিকভাবে অনুষ্ঠিত হয়, বিভাগীয় কর্তৃপক্ষই তথ্যের একমাত্র বিচারক এবং যদি কিছু আইনি প্রমাণ থাকে যার ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত নেওয়া যেতে পারে, তবে সেই প্রমাণের পর্যাপ্ততা বা নির্ভরযোগ্যতা এমন বিষয় নয় যা রিট পিটিশনে হাইকোর্টের সামনে উত্থাপন করার অনুমতি দেওয়া যেতে পারে।

অন্ধ্রপ্রদেশ বনাম চিত্রা ভেঙ্কটা রাও[২]-এ এই নীতিগুলি আরও পুনরাবৃত্তি করা হয়েছে। ২২৬ অনুচ্ছেদের অধীনে শংসাপত্রের রিট জারি করার এখতিয়ার একটি তত্ত্বাবধায়ক এখতিয়ার। আদালত আপিল আদালত হিসাবে নয়, এই ক্ষমতা প্রয়োগ করে। প্রমাণের প্রশংসার ভিত্তিতে একটি নিম্ন আদালত বা ট্রাইব্যুনাল দ্বারা পৌঁছানো তথ্যের ফলাফলগুলি রিট কার্যধারায় পুনরায় খোলা বা প্রশ্ন করা হয় না। আইনের একটি ত্রুটি যা রেকর্ডের মুখে স্পষ্ট তা রিট আদালত দ্বারা সংশোধন করা যেতে পারে, তবে সত্যের ত্রুটি নয়, তা যতই গুরুতর হোক না কেন।একটি রিট জারি করা যেতে পারে যদি এটি দেখানো হয় যে তথ্যের ফলাফল রেকর্ড করার সময়, ট্রাইব্যুনাল গ্রহণযোগ্য এবং বস্তুগত প্রমাণ স্বীকার করার ক্ষেত্রে ভুল করেছে, বা ভুলভাবে অগ্রহণযোগ্য প্রমাণ স্বীকার করেছে। ট্রাইব্যুনাল দ্বারা রেকর্ড করা তথ্যের একটি অনুসন্ধানকে এই ভিত্তিতে বিরোধিতা করা যায় না যে ট্রাইব্যুনালের সামনে উপস্থাপিত বস্তুগত প্রমাণ একটি ফলাফল বজায় রাখার জন্য অপর্যাপ্ত বা অপর্যাপ্ত। প্রমাণের পর্যাপ্ততা বা পর্যাপ্ততা একটি বিন্দুতে পরিচালিত হয়, এবং উক্ত সিদ্ধান্ত থেকে নেওয়া আইনগুলি ট্রাইব্যুনালের একচেটিয়া এখতিয়ারের মধ্যে রয়েছে।

ভারতীয় ইউনিয়ন বনাম জি গনযুথম[৩], ডিরেক্টর জেনারেল আরপিএফ বনাম সিএইচ সাই বাবু[৪], চেন্নাই মেট্রোপলিটন জল সরবরাহ ও পয়ঃনিষ্কাশন বোর্ড বনাম টিটি মুরালি[৫], ভারতীয় ইউনিয়ন বনাম মানব কুমার গুহ[৬] সহ এই আদালতের পরবর্তী সিদ্ধান্তগুলি ধারাবাহিকভাবে অনুসরণ করা হয়েছে।

---

২) (১৯৭৫) ২ এসসিসি ৫৫৭।

৩) (১৯৯৭) ৭ এসসিসি ৪৬৩।

৪) (২০০৩) ৪ এসসিসি ৩৩১।

৫) (২০১৪) ৪ এসসিসি ১০৮।

৬) (২০১১) ১১ এসসিসি ৫৩৫।

"এই আদালত কর্তৃক সম্প্রতি প্রদত্ত রাজস্থান রাজ্য ও অন্যান্যরা বনাম হিম সিং[৭]-এর রায়ে, এই আদালত নিম্নলিখিত ভাষায় আইনের সারসংক্ষেপ করেছে:

> "৩৩. শৃঙ্খলামূলক বিষয়ে বিচারিক পর্যালোচনা করার ক্ষেত্রে দুটি প্রান্ত রয়েছে। প্রথমটি সংযমের নিয়মকে ধারণ করে। দ্বিতীয়টি কখন হস্তক্ষেপ করা যেতে পারে তা নির্ধারণ করে। সংযমের নিয়ম বিচারিক পর্যালোচনার পরিধি সংকুচিত করে। এর একটি বৈধ কারণ রয়েছে। অসদাচরণ সংঘটিত হয়েছে কিনা তা নির্ধারণ প্রাথমিকভাবে বিভাগীয় কর্তৃপক্ষের আওতাধীন। বিচারক বিভাগীয় কর্তৃপক্ষের ভূমিকা গ্রহণ করেন না। এমনকি বিচারক নিয়োগকর্তার টুপিও পরেন না। বিভাগীয় কর্তৃপক্ষ কর্তৃক বাস্তবের সিদ্ধান্তের প্রতি সম্মান প্রদর্শন এই ধারণার স্বীকৃতি যে নিয়োগকর্তাই তাদের পরিষেবার দক্ষ পরিচালনার জন্য দায়ী। শৃঙ্খলামূলক তদন্তগুলিকে প্রাকৃতিক ন্যায়বিচারের নিয়ম মেনে চলতে হয়। তবে সেগুলি বিচারিক কার্যক্রমে প্রযোজ্য কঠোর প্রমাণের নিয়ম দ্বারা পরিচালিত হয় না। সুতরাং প্রমাণের মান সেই কঠোর মান নয় যা একটি ফৌজদারি বিচারের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, যুক্তিসঙ্গত সন্দেহের ঊর্ধ্বে প্রমাণ, বরং সম্ভাবনার প্রাধান্যের দ্বারা পরিচালিত একটি দেওয়ানী মান। সম্ভাবনার প্রাধান্যের নিয়মের মধ্যে, প্রেক্ষাপট এবং বিষয়ের উপর ভিত্তি করে বিভিন্ন পদ্ধতি রয়েছে। বর্ণালীর প্রথম প্রান্তটি সম্মান এবং স্বায়ত্তশাসনের উপর ভিত্তি করে - বাস্তব অনুসন্ধানী কর্তৃপক্ষ হিসাবে বিভাগীয় কর্তৃপক্ষের অবস্থানের প্রতি সম্মান এবং পরিষেবার শৃঙ্খলা ও দক্ষতা বজায় রাখার ক্ষেত্রে নিয়োগকর্তার স্বায়ত্তশাসন। বর্ণালীর অন্য প্রান্তে নীতিটি হল যে অনুসন্ধানের সিদ্ধান্তগুলি প্রমাণবিহীন হলে বা সেগুলি বিকৃতির শিকার হলে আদালতের হস্তক্ষেপ করার এখতিয়ার রয়েছে। গুরুত্বপূর্ণ প্রমাণ বিবেচনা করতে ব্যর্থতা আইনের দৃষ্টিতে বাস্তবের বিকৃত নির্ধারণ হিসাবে বিবেচিত হয়।আনুপাতিকতা আমাদের আইনশাস্ত্রের একটি সুপ্রতিষ্ঠিত বৈশিষ্ট্য। পরিষেবা আইনশাস্ত্র বহু বছর ধরে এটিকে স্বীকৃতি দিয়েছে যখন প্রমাণের গুরুত্ব বা অসদাচরণের তুলনায় সিদ্ধান্ত বা শাস্তি অসামঞ্জস্যপূর্ণ হয় তখন আদালতের হস্তক্ষেপের কর্তৃত্বের অনুমতি দেওয়া হয়।

---

৭)বিচারপতি ডি.ওয়াই চন্দ্রচূড় এবং বিচারপতি ইন্দিরা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সমন্বয়ে গঠিত একটি বেঞ্চ ২০২০ সালের সি.এ. নং ৩৩৪০-তে ২৯.১০.২০২০ তারিখের রায় প্রদান করে।

বিচারিক দক্ষতা এই দুটি তীরের মধ্যবর্তী স্থিতিশীল নৌচালনা বজায় রাখার মধ্যে নিহিত, যাকে বর্ণালীর দুটি প্রান্ত বলা হয়েছে। বিচারকগণ যখন বিচারিক পর্যালোচনা করেন তখন শুধু "হস্তক্ষেপ না করার" মন্ত্র আবৃত্তি করেই ক্ষান্ত হন না। কোনো শৃঙ্খলামূলক তদন্তে প্রাপ্ত সিদ্ধান্ত কিছু প্রমাণের উপর ভিত্তি করে কিনা তা নির্ধারণের জন্য প্রাথমিক বা প্রান্তিক স্তরের একটি পুঙ্খানুপুঙ্খ পরীক্ষা করা হয়। এটি আদালতের বিবেককে সন্তুষ্ট করার জন্য যে অসদাচরণের অভিযোগ সমর্থন করার জন্য কিছু প্রমাণ রয়েছে এবং বিকৃতি রোধ করার জন্য। তবে এটি আদালতকে কোনো শৃঙ্খলামূলক তদন্তে প্রাপ্ত প্রমাণের পুনঃমূল্যায়ন করার বা বিচারকের কাছে আরও উপযুক্ত মনে হওয়া কোনো দৃষ্টিভঙ্গি প্রতিস্থাপিত করার অনুমতি দেয় না। এমন করলে উপরে বর্ণিত প্রথম নীতিটি লঙ্ঘিত হবে। চূড়ান্ত নির্দেশিকা হল জোরালো সাধারণ জ্ঞানের প্রয়োগ, যা ছাড়া বিচারকদের দক্ষতা বৃথা।"

ভারতীয় ইউনিয়ন বনাম পি. গুণাসেকারন,[৮]-এর মামলায়, এই আদালত রায় দিয়েছে যে ভারতের সংবিধানের ২২৬ এবং ২২৭ অনুচ্ছেদের অধীনে ক্ষমতা প্রয়োগ করে হাইকোর্ট প্রমাণের পুনঃমূল্যায়নে যাবে না। হাইকোর্ট নির্ধারণ করবে যে: (ক) তদন্ত উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুষ্ঠিত হয়েছে কিনা; (খ) তদন্ত সেই বিষয়ে নির্ধারিত পদ্ধতি অনুসারে অনুষ্ঠিত হয়েছে কিনা; (গ) কার্যক্রম পরিচালনার ক্ষেত্রে প্রাকৃতিক ন্যায়বিচারের নীতি লঙ্ঘন করা হয়েছে কিনা; (ঘ) কর্তৃপক্ষ প্রমাণের এবং মামলার গুণাগুণের বাইরের কিছু বিবেচনার দ্বারা একটি ন্যায্য সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে নিজেদের অক্ষম করেছে কিনা; (ঙ) কর্তৃপক্ষ অপ্রাসঙ্গিক বা বহিঃস্থ বিবেচনা দ্বারা প্রভাবিত হয়েছে কিনা; (চ) সিদ্ধান্তটি, আপাতদৃষ্টিতে, এতটাই সম্পূর্ণভাবে স্বেচ্ছাচারী এবং খামখেয়ালী যে কোনো যুক্তিসঙ্গত ব্যক্তি কখনও সেই সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে পারত না; (ছ) বিভাগীয় কর্তৃপক্ষ ভুলভাবে গ্রহণযোগ্য এবং গুরুত্বপূর্ণ প্রমাণ গ্রহণ করতে ব্যর্থ হয়েছে কিনা; (জ) বিভাগীয় কর্তৃপক্ষ ভুলভাবে অগ্রহণযোগ্য প্রমাণ গ্রহণ করেছে যা সিদ্ধান্তকে প্রভাবিত করেছে কিনা; (ঝ) বাস্তবের সিদ্ধান্ত কোনো প্রমাণের উপর ভিত্তি করে নয় কিনা।

রায়ের ১৩ অনুচ্ছেদে, আদালত রায় দিয়েছে যে:"

---

৮) (২০১৫) ২ এসসিসি ৬১০।

বি.সি. চতুর্বেদী বনাম ভারতীয় ইউনিয়ন, (১৯৯৫) ৬ এসসিসি ৭৪৯; ভারতীয় ইউনিয়ন বনাম জি. গণায়ুথাম, (১৯৯৭) ৭ এসসিসি ৪৬৩; ওম কুমার বনাম ভারতীয় ইউনিয়ন (২০০১) ২ এসসিসি ৩৮৬;

কোয়েম্বাটোর জেলা কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাংক বনাম কর্মচারী সমিতি, (২০০৭) ৪ এসসিসি ৬৬৯;

কোল ইন্ডিয়া লিমিটেড বনাম মুকুল কুমার চৌধুরী, (২০০৯) ১৫ এসসিসি ৬২০;

চেন্নাই মেট্রোপলিটন ওয়াটার সাপ্লাই অ্যান্ড স্যুয়ারেজ বোর্ড বনাম টি.টি. মুরলি বাবু, (২০১৪) ৪ এসসিসি ১০৮।

"১৩. ভারতীয় সংবিধানের ২২৬ / ২২৭ অনুচ্ছেদের অধীনে, হাইকোর্ট নিম্নলিখিত কাজগুলি করবে না:

(i) প্রমাণের পুনঃমূল্যায়ন;

(ii) তদন্তে প্রাপ্ত সিদ্ধান্তের হস্তক্ষেপ, যদি তা আইন অনুযায়ী পরিচালিত হয়ে থাকে;

(iii) প্রমাণের পর্যাপ্ততার বিচারে যাওয়া;

(iv) প্রমাণের নির্ভরযোগ্যতার বিচারে যাওয়া;

(v) হস্তক্ষেপ করা, যদি এমন কিছু আইনি প্রমাণ থাকে যার ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত নেওয়া যেতে পারে;

(vi) বাস্তবের ত্রুটি সংশোধন করা, তা যতই গুরুতর মনে হোক না কেন;

(vii) শাস্তির আনুপাতিকতার বিচারে যাওয়া, যতক্ষণ না তা তার বিবেককে নাড়া দেয়।"

১২.২ বর্তমান মামলায়, বিভাগীয় কর্তৃপক্ষের অর্থাৎ প্রধান নিরাপত্তা কমিশনারের বিরুদ্ধে কোনো অসৎ উদ্দেশ্য বা বাধ্যতামূলক অবসরের আদেশ প্রদানের ক্ষেত্রে বিভাগীয় কর্তৃপক্ষের যোগ্যতার অভাব, অথবা প্রাকৃতিক ন্যায়বিচারের নীতি লঙ্ঘনের অভিযোগ, অথবা এই অভিযোগ নেই যে সিদ্ধান্তগুলি প্রমাণবিহীন ছিল।

১২.৩ আমরা এই মামলার নথি থেকে দেখতে পাই যে অভিযোগ ১ (খ) এবং ১ (গ)-এর অধীনে অভিযোগগুলি বিভাগীয় কর্তৃপক্ষ, আপিল কর্তৃপক্ষ - প্রধান নিরাপত্তা কমিশনার, আর.পি.এফ. এবং মহাপরিচালক, আর.পি.এফ. রেলওয়ে বোর্ড কর্তৃক একই সাথে প্রমাণিত বলে গণ্য হয়েছে।

অভিযোগ ১(খ)-এর বিষয় ছিল রেলওয়ের সিএসটি-৯ প্লেট চুরির একটি মামলার এফ.আই.আর. নথিভুক্ত না করা। সিদ্ধান্ত ছিল যে উত্তরদাতা তদন্ত পরিচালনার পর এফ.আই.আর. প্রস্তুত করলেও, তিনি এফ.আই.আর.-এ স্বাক্ষর করেননি এবং তারপর অনুমোদন ছাড়াই ছুটিতে যান। ফলস্বরূপ, এফ.আই.আর. নথিভুক্ত করা হয়নি এবং তদন্ত শুরুতেই ব্যাহত হয়। কিছু বিলম্বের পর, আর.পি.এফ. থানার ইনচার্জ নির্মল তোপ্পো, যিনি ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছিলেন, তিনি একটি দ্বিতীয় পঞ্চনামা প্রস্তুত করেন এবং তারপর এফ.আই.আর. নথিভুক্ত করেন।

উল্লেখ্য যে হাইকোর্ট অভিযোগ ১(খ) সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করেনি।

১২.৪ অভিযোগ ১(গ)-এর ক্ষেত্রে, এই অভিযোগটি একটি বিশেষ প্রতিবেদন মামলা ছিল, যা রেলওয়ে সুরক্ষা বিধিগুলির ২২৯ নং বিধির আওতায় আসে এবং তা নিম্নরূপ:

> "২২৯. বিশেষ প্রতিবেদন। - পোস্টে চুরি সংক্রান্ত মামলায় বুক করা চালান বা রেলওয়ের সামগ্রীর ক্ষতি যদি মহাপরিচালক কর্তৃক সময়ে সময়ে নির্ধারিত মূল্যের বেশি হয়, তবে বিভাগীয় সুরক্ষা কমিশনার মহাপরিচালককে একটি বিশেষ প্রতিবেদন জমা দেবেন এবং তার অনুলিপি প্রধান নিরাপত্তা কমিশনার এবং নির্দেশাবলীতে নির্দিষ্ট করা সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাকে পাঠাবেন।"

অভিযোগ ১(গ) রেলওয়ের একটি কোচ ট্রলি চুরির সাথে সম্পর্কিত ছিল যা স্ক্র্যাপ হিসাবে বিক্রি করার কথা ছিল এবং যার মূল্য নির্ধারণ করা হয়েছিল ২৮,০০০ টাকা। অভিযোগ ছিল যে উত্তরদাতা ০৪.১২.২০০৬ তারিখে ট্রলি হস্তান্তরের সময় উপস্থিত থাকা এড়াতে অসুস্থতার ছুটি নিয়েছিলেন। এই অভিযোগ বিভাগীয় কর্তৃপক্ষ, আপিল কর্তৃপক্ষ এবং মহাপরিদর্শক-আর.পি.এফ. রেলওয়ে বোর্ড কর্তৃক প্রমাণিত বলে গণ্য হয়েছিল।

এই অভিযোগের ক্ষেত্রে, হাইকোর্ট একটি পরস্পরবিরোধী রায় দিয়েছে। রায়ের ২৪ অনুচ্ছেদে, আদালত রায় দিয়েছে যে রিট আবেদনকারী ছুটিতে যাওয়ার আগেই ট্রলি চুরি অন্য এক কর্মকর্তা কর্তৃক সনাক্ত করা হয়েছিল। সুতরাং, রিট আবেদনকারী কর্তৃক চুরি প্রতিবেদনে বিলম্বের প্রশ্ন তার গুরুত্ব হারিয়েছে বলে গণ্য হয়। তবে, ২৫ অনুচ্ছেদে, হাইকোর্ট ০৫.০৯.২০০৭ তারিখের আদেশে সিনিয়র ডিভিশনাল সিকিউরিটি কমিশনার কর্তৃক গৃহীত মতামতের সাথে একমত পোষণ করে বিপরীত দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করে, যেখানে অভিযোগটি প্রমাণিত বলে গণ্য হয়েছিল। হাইকোর্ট এই রায় দিয়ে উপসংহার টেনেছিল যে অভিযোগটি এতটাই গুরুতর ছিল না যে চাকরি থেকে বরখাস্তের চরম শাস্তি ন্যায্য হতে পারে, কারণ কোনো যোগসাজশ বা দুর্নীতিমূলক কার্যকলাপের অভিযোগ ছিল না।

আমাদের মতে, উপরোক্ত সিদ্ধান্তগুলি ভুল, কারণ উত্তরদাতাকে চাকরি থেকে বরখাস্তের শাস্তি দেওয়া হয়নি, বরং ০৫.১২.২০০৭ তারিখের আদেশে বাধ্যতামূলক অবসর দেওয়া হয়েছে।

১২.৫ আরও উল্লেখ করা প্রাসঙ্গিক যে অভিযোগ ১(খ) এবং ১(গ) রেলওয়ে সুরক্ষা বিধি, ১৯৮৭-এর ১৪৬.২ নং বিধির অধীনে পড়ে যা প্রদান করে:

১৪৬.২ কর্তব্যে অবহেলা:

কোন সদস্য ভালো এবং যথেষ্ট কারণ ব্যতীত নিম্নলিখিত কাজ করবেন না -

i) মনোযোগ দিতে বা যথাযথ তৎপরতা ও বিচক্ষণতার সাথে কোনো কাজ করতে বা পালন করতে অবহেলা বা বাদ দেওয়া যা বাহিনীর সদস্য হিসাবে তার কর্তব্য; অথবা

ii) আদেশ অনুসারে তার বিট কাজ করতে ব্যর্থ হওয়া বা তার নির্ধারিত কর্মস্থল ত্যাগ করা অথবা কোনো বৈধ উদ্দেশ্যে কর্মস্থল ত্যাগ করার পর অযথা বিলম্ব না করে সেখানে ফিরে আসতে ব্যর্থ হওয়া; অথবা

iii) ছুটি ছাড়া অনুপস্থিত থাকা বা কোনো কর্তব্যের জন্য দেরিতে আসা; অথবা

iv) তার কর্তব্য পালনের সময় প্রাপ্ত কোনো অর্থ বা সম্পত্তির যথাযথ হিসাব দিতে বা দ্রুত এবং সত্য প্রতিবেদন দিতে ব্যর্থ হওয়া।"

উত্তরদাতার বিরুদ্ধে আনীত বিভিন্ন অভিযোগ রেলওয়ে সম্পত্তির চুরির ক্ষেত্রে কর্তব্য পালনে চরম অবহেলার কারণে উদ্ভূত হয়েছে। অভিযোগ ১(খ) এবং (গ)-এর অধীনে কর্তব্য পালনে চরম অবহেলার সিদ্ধান্তগুলি একই সাথে বহাল রাখা হয়েছে। ই.ও. এবং বিভাগীয় কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্তগুলি রেকর্ডভুক্ত তথ্যের উপর ভিত্তি করে তৈরি। হাইকোর্ট প্রথম আপিল আদালতের মতো করে সমগ্র প্রমাণের চুলচেরা বিশ্লেষণ করে এবং ন্যায্য কারণ ব্যতিরেকে শাস্তির আদেশ পরিবর্তন করে লঘু শাস্তি প্রদানের ক্ষেত্রে ন্যায়সঙ্গত ছিল না।

১২.৬ রেলওয়ে সুরক্ষা বাহিনী আইন, ১৯৫৭-এর ১১ ধারায় বিধান রয়েছে যে প্রতিটি ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা এবং বাহিনীর সদস্যের কর্তব্য হবে রেলওয়ে সম্পত্তি এবং যাত্রীদের রক্ষা ও নিরাপত্তা প্রদান করা। রেলওয়ে সুরক্ষা বাহিনী গঠনের প্রাথমিক উদ্দেশ্য হল "রেলওয়ে সম্পত্তির উন্নত সুরক্ষা ও নিরাপত্তা" নিশ্চিত করা। এই বাহিনীর সদস্যদের উপর ন্যস্ত সীমিত গ্রেফতার ও তল্লাশির ক্ষমতা তাদের রেলওয়ে সম্পত্তি রক্ষা ও নিরাপত্তা প্রদান এবং আইন বজায় রাখার প্রাথমিক কর্তব্য দক্ষতার সাথে পালনের আনুষঙ্গিক।

রেলওয়ে সুরক্ষা বাহিনীর একজন পুলিশ কর্মকর্তার তার সরকারি কার্যাবলী পালনে উচ্চমানের সততা বজায় রাখা প্রয়োজন। এই মামলায়, উত্তরদাতার বিরুদ্ধে প্রমাণিত অভিযোগগুলি ছিল "কর্তব্য পালনে অবহেলা", যার ফলে রেলওয়ের আর্থিক ক্ষতি হয়েছিল। উত্তরদাতা রেলওয়ে পুলিশের একজন উপ-পরিদর্শক ছিলেন যিনি আস্থা ও বিশ্বাসের একটি পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন যার জন্য পরম সততা প্রয়োজন ছিল।

অতএব, হাইকোর্ট বাধ্যতামূলক অবসরের আদেশ বাতিল করে এবং আনুষঙ্গিক সুবিধা ও ৫০% পর্যন্ত ব্যাকওয়েজ সহ পুনর্বহালের নির্দেশ দিয়ে ন্যায়সঙ্গত ছিল না।

১২.৭ সিবিআই নাগপুর কর্তৃক একটি ফৌজদারি মামলা নথিভুক্ত করার বিষয়ে, হাইকোর্ট রায় দিয়েছে যে এটি সিনিয়র ডিভিশনাল সিকিউরিটি কমিশনার কর্তৃক আমলে নেওয়া একটি অপ্রাসঙ্গিক বিবেচনা ছিল।

এই বিষয়ে, শুনানির সময় আমাদের জানানো হয়েছিল যে উত্তরদাতাকে স্পেশাল জজ, ওয়ার্ধা ০২.০৮.২০১৭ তারিখের রায় ও আদেশে দুর্নীতি প্রতিরোধ আইন, ১৯৮৮-এর ৭ এবং ১৩(২) ধারা সহ ১৩(১)(ঘ) ধারার অধীনে শাস্তিযোগ্য অপরাধের জন্য দোষী সাব্যস্ত করেছেন এবং এক বছরের সশ্রম কারাদণ্ড ও জরিমানা ধার্য করেছেন।

উত্তরদাতার আইনজীবী আদালতকে জানান যে উক্ত রায়ের বিরুদ্ধে একটি আপিল দায়ের করা হয়েছে, যা বিচারাধীন রয়েছে।

সুতরাং, আমরা সিবিআই মামলার সিদ্ধান্তগুলির দিকে মনোযোগ না দেওয়াই উপযুক্ত মনে করেছি, যাতে দোষী সাব্যস্ত করার আদেশের বিরুদ্ধে আপিলে বিচারাধীন উত্তরদাতার মামলার ক্ষতি না হয়।

আমরা তদন্ত কার্যক্রমে প্রাপ্ত উপাদান এবং এই বিষয়ে সংবিধিবদ্ধ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত আদেশের ভিত্তিতে বাধ্যতামূলক অবসরের আদেশের বৈধতার বিষয়টি সিদ্ধান্ত নিয়েছি।

১২.৮ প্রধান নিরাপত্তা কমিশনার কর্তৃক ০৫.১২.২০০৭ তারিখে প্রদত্ত আদেশ অনুসারে উত্তরদাতাকে বাধ্যতামূলক অবসর দেওয়া হয়েছিল। বাধ্যতামূলক অবসরের আদেশ ০৫.১২.২০০৭ তারিখে কার্যকর হয়। বাধ্যতামূলক অবসর গ্রহণের পর উত্তরদাতা পেনশন পাচ্ছেন। হাইকোর্টের ব্যাকওয়েজ প্রদানের নির্দেশ উত্তরদাতা-কর্মচারীর পুনর্বহালের ফলস্বরূপ ছিল। যেহেতু আমরা প্রধান নিরাপত্তা কমিশনার কর্তৃক ০৫.১২.২০০৭ তারিখে প্রদত্ত বাধ্যতামূলক অবসরের আদেশ বহাল রাখছি, তাই ব্যাকওয়েজ মঞ্জুর করার কোনো প্রশ্ন ওঠে না। তাছাড়া বাধ্যতামূলক অবসর গ্রহণের পর উত্তরদাতা পেনশন পাচ্ছেন।

১৩. আমরা আদেশ ও নির্দেশ দিচ্ছি যে:

(ক) আপিল মঞ্জুর করা হলো এবং উপরে বর্ণিত কারণগুলির জন্য হাইকোর্টের রায় বাতিল করা হলো এবং প্রধান নিরাপত্তা কমিশনার কর্তৃক ০৫.১২.২০০৭ তারিখে প্রদত্ত বাধ্যতামূলক অবসরের আদেশ, যা মহাপরিচালক, আর.পি.এফ. কর্তৃক ১৯/২১.০৫.২০০৮ তারিখের আদেশে বহাল রাখা হয়েছে, তা পুনরুদ্ধার করা হলো।

(খ) উত্তরদাতা তার লিখিত জমাতে বলেছেন যে তাকে প্রদেয় গ্র্যাচুইটি বিভাগ কর্তৃক এখনও পর্যন্ত প্রদান করা হয়নি।

আমরা আপিলকারী-বিভাগকে নির্দেশ দিচ্ছি যে, যদি উত্তরদাতার ০৫.১২.২০০৭ তারিখ থেকে গ্র্যাচুইটি প্রাপ্য ও প্রদেয় থাকে, তবে তা আজকের তারিখ থেকে ছয় সপ্তাহের মধ্যে, ভারত সরকার কর্তৃক জারিকৃত প্রযোজ্য অফিস মেমোরান্ডাম/বিজ্ঞপ্তির সাথে পঠনযোগ্য গ্র্যাচুইটি প্রদান আইন, ১৯৭২-এর ৭(৩ক) ধারার অধীনে প্রদত্ত সুদ সহ প্রদান করতে হবে।

তদনুসারে, আপিলটি উপরোক্ত শর্তে মঞ্জুর করা হলো, যার জন্য কোনো খরচ ধার্য করা হলো না।

বিচারাধীন আবেদনগুলি, যদি থাকে, সেই অনুযায়ী নিষ্পত্তি করা হলো।

কল্পনা কে. ত্রিপাঠি আপিল মঞ্জুর করা হয়েছে।

DISCLAIMER

The translated Judgment in vernacular language is meant for the restricted use of the litigant to understand it in his/her language and may not be used for any other purpose. For all practical and official purposes, the English version of the Judgment shall be authentic and shall hold the field for the purpose of execution and implementation.

দাবিত্যাগ

স্থানীয় ভাষায় অনূদিত রায়টি সীমিত ব্যবহারের জন্য ও মামলাকারীর সেটি মাতৃভাষায় বোঝার জন্য এবং তা অন্য কোনো উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যাবে না। সমস্ত ব্যবহারিক এবং সরকারী উদ্দেশ্যে, রায়ের ইংরেজি সংস্করণটি প্রামাণিক হবে এবং কার্যকরী ও প্রয়োগের উদ্দেশ্যে সেটি প্রযোজ্য হবে।

/Sk. Naved Shahariar